POWER POINT PRESENTATION BY:

LOMBADHAR KUMAR
SACT
DEPT. OF PHILOSOPHY
SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

আজকের পাঠ :

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস
১০ ডিসেম্বর

জাতিসংঘে মানবাধিকার:

১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বপ্রথম মৌলিক মানবাধিকারসমূহকে ঘোষণা এবং স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই সনদ অনুসারে জাতি , ধর্ম , বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনতাকে গৃহীত করতে হবে। জাতিসংঘের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে মানুষের মানবাধিকারের ঘোষণা এবং স্বীকৃতি প্রদান একটি মহান এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে মানব ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। এই বিশ্বসংস্থার সকল সদস্য রাষ্ট্র একক কিংবা যৌথ প্রচেষ্টায় মানুষের এই অধিকারগুলোকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর।

মানবাধিকারের আইনী স্বীকৃতি

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার একটি উল্লেখযোগ্য চর্চা ও চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মানবাধিকার রক্ষা আইন পাশ হয়। মানবাধিকার সম্পর্কিত বেশকিছু ঘোষণা বিভিন্ন সময় গৃহীত হয়। যেমন- ১) ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (2) ২) ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয় উন্নয়নের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র৩) ১৯২৩ সালে গৃহীত হয় শিশুর অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। ৪) ১৯৭৫ সালে গৃহীত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। ৫) ২০০7 সালে গৃহীত হয় দেশীয় মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র! এছাড়াও গৃহীত হয় বেশকিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি। যেমন-১) ১৯৬৯ সালে গৃহীত হয় বর্ণবিদ্বেষ দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি। ২) ১৯৮১ সালে গৃহীত হয় মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি। ৩) ১৯৯০ সালে গৃহীত হয় শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ৪) ২০০৬ সালে গৃহীত হয়। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক চুক্তি।

মানবাধিকার

পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জীব হল মানুষ।পৃথিবীর সকল মানুষের দুটি বিষয়ে খুব সচেতন হওয়া প্রয়োজন একটি হল নিজের প্রতি অধিকার অপরটি হল অপরের প্রতি কর্তব্য।অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা যে মানুষের থাকে না সে কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। শুনতে অবাক লাগলেও পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই সচেতনতার খুব অভাব আছে।শিক্ষাবিহীন ও শিক্ষার আলো যাদের আলোকিত করতে পারেনি তাদের মধ্যে এই অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতার খুব অভাব আছে। আমার এই ক্ষুদ্র আমি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবাধিকারের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

মানবাধিকারের সংজ্ঞা:

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষই কেবল ন্যায় ও মর্যাদাবোধ নিয়ে জীবন পরিচালনা করে আর তাই মানুষকেই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী বলা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র যারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মাধ্যই হল অধিকার অধ্যাপক ROBERT NIVEN বলেছেন, "RIGHTS ARISE FROM THE FACT THAT MAN IS A SOCIAL BEING)

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি বলেছেন, "অধিকার হল সামাজিক জীবনের সেইসব শর্ত যা ছাড়া কোন মানুষ (4) সাধারণভাবে নিজেকে তার সর্বোত্তম হতে চাইতে পারে না","

অধ্যাপক গ্রীনের মতে অধিকার হল একপ্রকার স্বীকৃতদান। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের মতে অধিকার হল কোন ন্যায় নাবীর সপক্ষে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করা।

মানবাধিকার কি

মানবাধিকার হল জাতি, লিঙ্গ, জাতীয়তা, জাতি, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোন অবস্থা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার। মানবাধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার, দাসত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কাজ ও শিক্ষার অধিকার এবং আরও অনেক কিছু।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য:

১) ব্যাক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশসাধন ও উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ব্যক্তির অধিকার।
২) সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করেই মানুষ তার অধিকার ভোগ করতে সক্ষই হয়, সমাজবহির্ভূত হয়ে অধিকার কখনই সম্ভব নয়।
৩) অধিকারের সাথে যুক্ত থাকে বারি ও সময় কল্যাণ।
৪) রাষ্ট্র অধিকারের সংরক্ষক। সামাজিক মানুষের সামগ্রিক বিকাশসাধনের জন্য রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকৃতি দান ও সংরক্ষণ করে
৫) সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে অধিকারের বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়। তাই অধিকার পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক।

THANK YOU